দৈনিক ইনকিলাব

৪

তারিখ 15 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

দক্ষিণাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো সংস্কারবিহীন

বেনাপোল, ১৪ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— ঝিকরগাছা উপজেলার বাকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন যাবত নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। জরাজীর্ণ ভবনটি যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকায় ছাত্র ছাত্রীরা সম্প্রতি গাছতলায় ইটে বসে ক্লাস করছে। স্থান সংকুলান হওয়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২টি কক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চলছে। এ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের একমাত্র টিউবওয়েলটিও দীর্ঘদিন যাবত বিকল।

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা): পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপুল ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে বাইরে ক্লাস করছে —ইনকিলাব

এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বার বার লিখিত অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না।

১৯৪২ সালে স্থাপিত এই স্কুলের ৪শ' ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে আসবাবপত্রের সংকট। মোট ২০টি লো-বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ও ৬টি চেয়ার নিয়ে শিক্ষকগণ ক্লাস চালাচ্ছেন।

শিক্ষক স্বল্পতা

চৌগাছা (যশোর) থেকে সংবাদদাতা জানান, চৌগাছা উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সুষ্ঠু পরিবেশ, অপ্রতুল শিক্ষক, আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদির কারণে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

এ উপজেলায় মোট ১১০টি সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান। সরকার এবং স্থানীয় লোকজন এ সমস্ত সমস্যার কোন সুরাহা না করার ফলে লেখাপড়ার দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া বাকি সব বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সমস্যা প্রকট। ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে অথবা মাটিতে বসে লেখাপড়া করতে হয়। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে দরজা, জানালা নেই ঐ সমস্ত জায়গার স্থানীয় বখাটে যুবকেরা রাতের বেলায় জুয়ার আসর বসায়। জুয়া শেষে তারা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে থাকে।

ছাদ ধসে পড়তে পারে

কুষ্টিয়া থেকে সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন মেরামত না করার ফলে যে কোন মুহূর্তে ছাদ ধসে পড়ে জীবনহানির কারণ হতে পারে। বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে ছাত্রদের ক্লাস হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি বিদ্যালয়ের সংস্কার হয়নি

লালমোহন (ভোলা) থেকে সংবাদদাতা জানান, তজুমুদ্দিন উপজেলায় '৮৫ সনের বন্যায় পড়ে গেলেও ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এখন পর্যন্ত তোলার কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। তার মধ্যে মজিদিয়া, দেওয়ানাপুর, সোনাপুর, ও মলংনড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও চেয়ারম্যান স্কুলগুলো পরিদর্শন করে অবিলম্বে সংস্কারের আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কার্যকরি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

চালবিহীন বিদ্যালয়

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান; ১৯০৭ সনে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন যাবত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ও সংস্কারের অভাবে এ জরাজীর্ণ চালবিহীন বিদ্যালয়ে প্রায় ৫শ' ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ ও লেখাপড়ার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বৃষ্টির সময় ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে পারে না।

বিদ্যালয় দু'টি জরাজীর্ণ

বামনা (বরগুনা) থেকে সংবাদদাতা জানান, বামনা উপজেলার বড়ভাইজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ও বড়ভাইজোড়া দাখেলী মাদ্রাসাটি সংস্কারের অভাবে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে। যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয়টি ভেঙ্গে পরে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।